তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৪৯-)

স্বাখাত সলিলকথা

সব পাঠ শেষ হল, বাচনের আয়ুষ্কাল হল শেষ
এবার শোনাই স্বখাতসলিল কথা

কথা লিখি,আখরের শূন্য দিয়ে, স্রোতহীন জলরাশি দিয়ে
জল নয়, জলের ঈশারা শুধু

শিকড়ের গায়ে গায়ে উন্মূল মাটির শোক, বোবাদের
বিষণ্ন গ্রন্থনা আর বধিরের নীরবতা

এই আমাদের জীবন-প্রণালী, এই আমাদের যাপনের কথা
অন্ধ, দ্যাখো, ছুঁয়ে আছি উদাসীন সন্ধ্যার প্রহর

এই দাহ, আমার নিজস্ব পাশা খেলা
নগ্ন দেহে ডুবে যাই স্বখাতসলিলে।

ঈশ্বরী

ঈশ্বরী, তোমাকে প্রতিটি সকালে সূর্যের সপ্তাশ্ব
বলে বুঝি
সপ্তাশ্ব লেখার ঠিক পর কলমের ডগায় চলে এসেছে
কৌস্তভমণি
তুমি তো প্রত্নপ্রতিমা নও, তুমি তো আকাশ
রোজ ভোরে
আলোয় হেসে ওঠো, তবে কেন লিখি আমি
সপ্তাশ্ব কিংবা কৌস্তুভ
তোমাকে সম্ভ্রম দিতে চায় ভাষা, তাই অন্ধতার
বিপ্রতীপে
এনে দেয় তীব্র দ্যুতি আর ঐশ্বর্যের
ক্রমিক ইশারা

ঈশ্বরী, সমেত বাক চৌষট্টি সিদ্ধার মতো
হৃৎকমলে তোমাকে রেখেছে
তুমি শাকম্ভরী, তুমি দ্বিরালাপ, তুমিই যোগিনী

৯ জুলাই ২০০৩

তোমার শহরে আজ তুমি মুখপত্রহীন

আকাশ এখনো নীল, শান্ত স্তব্ধ
শুধু তুমি নেই
তোমার নির্মিতি জুড়ে ধুলো, নির্জনতা
ভনিতা কেবল প্রচ্ছদের নামে

কাকে খোঁজে অন্ধ পথিকেরা
কার কাছে ফিরে আসে বিপন্ন বিগস্ত?
পড়ে আছে ভাঙা চুড়ি ও নোলক পথের উপরে
খোলসের রূঢ় কোলাহল

মুপত্রহীন তুমি বোবার শহরে